দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 1 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বাধ্যতামূলক হচ্ছে চাকরি প্রবিধান

এম এইচ রবিন ●

বিনা কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করা যাবে না। তাদের চাকরির নিশ্চয়তা দিতে বাধ্যতামূলক চাকরি প্রবিধানমালা করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। বিধিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে উপযুক্ত বেতন কাঠামো। বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকদের পারিতোষিক দিতে হবে। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য শিগগির এ নির্দেশনা জারি করবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

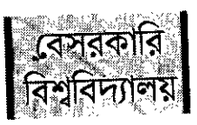

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের চাকরির প্রবিধান নেই। শিক্ষকদের খুবই কম বেতন দেয়। শিক্ষকরা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় যথানিয়মে সম্মানী দেয় না। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে বেতনই দেয় না। আবার দিলেও সময়মতো দেয় না। এর ফলে শিক্ষকরা শিক্ষকতা করতে অনুপ্রাণিত হয় না। শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। এজন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিকে (বিওটি) চাকরি প্রবিধানমালা করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকরি প্রবিধানমালা প্রস্তুত করে ইউজিসিকে অবহিত করবে। কমিশন অবহিত হওয়ার পরে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করবে। কিন্তু ৯৫টির মধ্যে ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো চাকরি প্রবিধানমালা নেই। বিওটি সদস্যরা নিজেদের খেয়াল খুশিমতো শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করছেন বলে ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে। সম্প্রতি এশিয়ান এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক হচ্ছে চাকরি প্রবিধান

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ইউনিভার্সিটির শিক্ষক সাদিয়া সুলতানাকে কোনো ধরনের কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া করা হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ফিন্যান্স বিভাগের পরিচালক মো. জহিরুল হক খান ও হিসাব বিভাগের সিএও মো. শহিদুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। শুধু এই তিনজনই নয়; এ ধরনের ঘটনা অহরহই ঘটছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এ ব্যাপারে বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন না মানার প্রবণতা সংক্রমিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন পাস হলে এবং আইনে আমাদের সক্ষমতা দেওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, চাকরি প্রবিধান না থাকায় বিওটি সদস্যরা শিক্ষকদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেন। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে সপ্তাহে ৫-৬টি কোর্স পড়াতে হয়। এর ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার মান বজায় থাকছে না। অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে ২টির বেশি কোর্স পড়াতে হয় না। শিক্ষক সংকট থাকলেও সর্বোচ্চ ৩-৪টি কোর্স পড়াতে হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রভাষক সপ্তাহে সর্বোচ্চ ১২-১৪টি ক্লাস নেন। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে একজন শিক্ষককে দৈনিক ৪-৫টা ক্লাস নিতে হয়। এতে করে শিক্ষকরা মানসম্পন্ন পাঠদান দিতে পারে না। বাড়তি পরিশ্রমের পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিচ্ছেন না। অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকদের পারিতোষিক দেওয়া হয় না। এসবের প্রতিবাদ করলেই চাকরিচ্যুত করা হয়। এ বাস্তবতায় শিক্ষকদের চাকরির প্রবিধানমালা, সংবিধি এবং বেতন স্কেল ও উৎসবভাতা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পত্র দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইউজিসি।

খসড়াপত্রে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর ধারা ৩৭ অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়নপূর্বক বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও [redacted] মাধ্যমে চ্যান্সেলরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ৪৩ ধারা অনুযায়ী [redacted] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো, উৎসবভাতাদিসহ চাকরি প্রবিধানমালা প্রস্তুত করতে হবে। একই সঙ্গে পরীক্ষার হলে দায়িত্ব পালনসহ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের পারিতোষিক দিতে হবে। পত্রপ্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন পরবর্তীতে মনিটরিং করবে।

ইউজিসির উপ-পরিচালক (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) জেসমিন পারভীন বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায়ই অভিযোগ করছেন, তাদের বেতন কাঠামো নেই। আজ তাদের চাকরি আছে তো কাল চাকরি নেই। কোনো ধরনের কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সার্ভিস রুল করার নির্দেশনা দেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সার্ভিস রুলের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে চাচ্ছি, কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হলে অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে।

আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও মালিকপক্ষ শিক্ষার নামে রমরমা বাণিজ্য করছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ইউজিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকা ৮৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭১টিতে ভিসি নেই। ৫১টিতে কোষাধ্যক্ষ পদ শূন্য। ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, রেজিস্ট্রার ও কোষাধ্যক্ষ তিনটি পদই শূন্য। মাত্র ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের তথ্য হালনাগাদ আছে। এর নেপথ্যে রয়েছে শিক্ষাবাণিজ্য। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই বিওটির পছন্দের লোক। কেউ কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।